**পল্লী উন্নয়নের অন্যতম রূপকার প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক স্মরণে।**

**...ড. মো. আখতারুজ্জামান।**

কুষ্টিয়ার কৃতি সন্তান, পল্লী উন্নয়নের অন্যতম রূপকার, বহুমুখী সৃষ্টিশীল প্রতিভার অধিকারী, সততা, যোগ্যতা দক্ষতা ও অসীম ধীশক্তি সম্পন্ন প্রজ্ঞাবান ক্ষণজন্মা প্রবাদ পুরুষ, বাংলার গর্ব, আন্তর্জাতিক খ্যতিসম্পন্ন প্রকৌশলী ও প্রাক্তন সচিব, বীর মুক্তিযোদ্ধা, কামরুল ইসলাম সিদ্দিক'র আজ দশম মৃত্যু দিবস। ২০০৮ সালের এ দিনে তিনি পরলোকগমন করেন। তাঁর মৃত্যু দিবস উপলক্ষে বরেণ্য এই মানুষটির কনিষ্ঠ ভ্রাতা ডা. মাহমুদুল ইসলাম সিদ্দিক'র ঘনিষ্ট বন্ধু হিসেবে হৃদয়ের একান্ত আকুতি নিয়ে লেখা এই প্রতিবেদনটি পাঠকূলের জন্যে একটা শিক্ষণীয় সুখপাঠ্য হিসেবে কিম্বদন্তী মানুষটি সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে বুঝতে ও শিখতে সহায়তা করবে বলে আমার বিশ্বাস। তাই আমার পাঠককূলকে ধৈর্য্য সহকারে প্রয়াত প্রকৌশলী সম্পর্কিত এই স্মারণিক লেখাটি পড়ার অনুরোধ রইলো।

কামরুল ইসলাম সিদ্দিক একজন সাধারণ মানুষ, একজন প্রকৌশলী; স্বীয় যোগ্যতা দক্ষতা ও অসীম ধীশক্তির অধিকারী এই মানুষটি নিজের কর্মগুণে বাংলাদেশ তথা বিশ্ব দরবারে নিজের অবস্থানকে সুদৃঢ় করে একটা সময় সাধারণ থেকে হয়ে উঠেছিলেন অসাধারণ। যারা একটু পড়ালেখা জানেন তারা কামরুল ইসলাম সিদ্দিকের নাম শোনেননি বা তাঁর সম্পর্কে দুচার কথা জানেন না এমন মানুষ অন্তত: এই বাংলায় খুঁজে পাওয়া বিরল। আজ তাঁর দশম প্রয়াণ দিবস। ২০০৮ সালের এই দিনে সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর ওপারের আমেরিকাতে অনেকটা অসময়ে প্রাণ হারাণ বাংলার এই প্রবাদ পুরুষ।তাঁর এই চলে যাওয়াতে দেশ অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত হয়েছে বলে বিদগ্ধজনেরা আজও মনে করেন। তাঁর এই প্রয়াণ দিবসে আজ দেশে বিদেশে তাঁর সম্মানে স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে; পত্র পত্রিকা তাঁর জীবানালেখ্য নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে, চলছে লেখালেখি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে, তাঁর গুণগ্রাহী শুভানুধ্যায়ীরা তাঁর অসামান্য অবদানকে স্মরণ করে নানান অনুষ্ঠান পরিচালনা করছেন, হচ্ছে তাঁর সম্মানে দোয়া মাহফিল।তাদের সাথে সুর মিলিয়ে ক্ষণজন্মা এই মানুষটি সম্পর্কে দুচার কথা বলতে চাইছি মাত্র।

প্রসঙ্গত: বলে রাখি, আমি ব্যক্তিগতভাবে কোন লেখক নই, মাঝে মধ্যে মনের টানে সোশ্যাল মিডিয়াতে একটু আধটু লেখালেখি করে থাকি মাত্র। ফলে এরই মধ্যে দেশে বিদেশে আমার কিছু বিদগ্ধ পাঠক এবং ভক্তকূল তৈরি হয়েছে ,যারা আমার লেখা পড়ার ইচ্ছে ব্যক্ত করেন। তাই যখন যা মনে হয়, সেটাই চটজলদি লিখে ফেলি। ব্যক্তিগতভাবে বয়স বাড়ার সাথে সথে সবাই একটু নস্টালজিক হয়ে পড়ে; পুরানা দিনের স্মৃতিচারণ করতে ভাল লাগে ; সেটারই ধারাবাহিকতা আমি আজ আমার শ্রদ্ধাভাজন প্রয়াত প্রকৌশলীকে নিয়ে কিছু লিখতে বসেছি কারণ এই বরেণ্য মানুষটির পৈতৃক নিবাসের সাথে রয়েছে আমার বিশেষ মেলবন্ধন। গত মাসের ০৪ তারিখে ঢাকার বারিধারা এলাকার অভিজাত হোটেল এশিয়া প্যাসিফিকে এক পুরানা বন্ধুদের মিলন মেলায় সস্ত্রীক হাজির ছিলাম, যার মধ্যমণি ছিলেন প্রয়াত প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক’র কনিষ্ঠ ভ্রাতা আমার কুষ্টিয়া জেলা স্কুল ও কুষ্টিয়া সরকারি কলেজের সহপাঠি বন্ধু ডা. মাহমুদুল ইসলাম সিদ্দিক। মাহমুদ ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে(১৯৮০)বাংলাদেশ থেকে সুদুর আমেরিকাতে পাড়ি জমায়(১৯৮২)এবং সেখানেই মেডিক্যাল সায়েন্সে উচ্চতর ডিগ্রী নিয়ে নিজস্ব ডাক্তারী পেশায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন আমেরিকার নিউইর্য়কের উপকন্ঠ নিউজার্সিতে। এক পুত্র ও এক কনেকে নিয়ে ওখানেই ওদের স্থায়ী বসবাস।৩৭ বছর পরে বন্ধু ডা. মাহমুদের পুন: পুন: অনুরোধের সাথে সংমিশ্রণ ঘটে বন্ধুর প্রতি নিজ হৃদয়ের আকূল আর্তির; আর এই দ্বিবিধ মনোগত বিক্রিয়ার প্রভাবে শুধুই বন্ধুর সাথে দেখা করতে সস্ত্রীক সেখানে যাওয়া,অন্য কিছু নয়। সেদিনের সেই বন্ধু মিলন মেলায় মাত্র ২/৩ ঘন্টার আলাপচারিতায় কথা হয়েছিল বন্ধু মাহমুদের সাথে; অনেক কিছু বলা হয়েছিল; না বলা কথা ছিল ঢের বেশি। সেখানে অনেকের সাথে আরো উপস্থিত ছিলেন আমাদের দুজন বন্ধু যারা প্রয়াত কামরুল ভায়ের নিজ হাতে গড়া প্রতিষ্ঠান এলজিইডি’র সদর দপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।আমাদের সেদিনের অনির্ধারিত ও বিক্ষিপ্ত আলোচনার আলোয় উদ্ভাসিত হয়েছিলেন আমার বন্ধুর বড় ভাই প্রয়াত প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক। বন্ধুবর নির্মল তো খুব জোর গলায় বলেছিল তাঁর কামরুল স্যারের চেহারার সাথে নাকি আমাদের বন্ধু ডা. মাহমুদের ছেলে রায়ানের চেহারার ভারি মিল আছে। আলোচনার এক পর্বে আমার কর্মজীবী স্ত্রীও শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করলেন প্রয়াত প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক’র কথা। বস্তুত: আমি এবং আমার স্ত্রী প্রায় তিন দশক চাকুরি জীবন পার করতে যাচ্ছি এর মধ্যে একটা লম্বা সময় আমরা কাটিয়েছি উপজেলাতে, ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিলাম উপজেলা প্রকৌশল দপ্তরের সাথে, ফলে সেখান থেকে অনেক বেশি জানার সুযোগ হয়েছিল এমন একজন প্রথিতযশা প্রকৌশলী প্রয়াত কামরুল ইসলাম সিদ্দিক সম্পর্কে। আমি এই ভেবে গর্বিত যে, একজন সাধারণ দপ্তরে কর্মরত চাকুরিজীবীর উল্লম্ফন দেখে, আর সেই মানুষটির ছোটভাই আমার অতি আপনার বন্ধু, যার পারিবারিক সান্নিধ্যে আমার জীবনের অনেক ক’টা বছর কেটেছিল এবং যিনি আমার নিজ জেলা কুষ্টিয়ারই কৃতি সন্তান।ফলে বন্ধু মাহমুদ এবং তাঁর প্রয়াত ভাইকে নিয়ে আমাদের মধ্যে একটু অহংকার ও অহমবোধে তো রয়েছেই।শুধু কামরুল ভাই নন, তাঁদের ৬ ভাই আর ৪ বোন এবং তাঁদের উত্তরসূরীরা প্রত্যকেই দেশ বিদেশে ভীষণভাবে প্রতিষ্ঠিত; ফলে খালাম্মা হামিদা সিদ্দিক ওরফে জাহানারা জানু(প্রয়াত কামরুল ইসলাম সিদ্দিক’র মাতা) অনেক আগেই রত্নাগর্ভা উপাধিতে ভূষিত হন। আমাদের সেদিনের সেই মিলন মেলায় বন্ধু মাহমুদকে বলেছিলাম, কামরুল ভায়ের দশম মৃত্যু বার্ষিকিতে আমি আমার হৃদয়ের একান্ত অনূভূতি আর নিরেট কিছু সাদামাটা সত্য কথা লিখবো প্রয়াত কামরুল ভাই সম্পর্কে। আমি আমার স্বীয় প্রতিশ্রুতির আলোকে তাঁকে নিয়ে আজকে কিছু লিখতে বসেছি। প্রিয় পাঠক আপনাদের সদয় জ্ঞাতার্থে সবিনয়ে জানাচ্ছি যে, আমার সংকলিত তথ্যের কিছু আমার নিজের উপলব্ধি, কিছু বন্ধু মাহমুদ থেকে জানা, কিছু এলজিইডিতে কর্মরত প্রকৌশলীদের মাধ্যমে পাওয়া, গণ মাধ্যম থেকে নেয়া হয়েছে বেশ কিছু তথ্যমালা বাদবাকি পাবলিক পারসেপশন। সব মিলিয়ে আমার সংকলিত তথ্যমালা প্রয়াত প্রকৌশলী কামরুল ভাই সম্পর্কে একটা অনুপুঙ্খ প্রতিবেদন হিসেবে বিবেচিত হবে বলে আমার বিশ্বাস। কামরুল ইসলাম সিদ্দিক ১৯৪৫ সালের ২০ জানুয়ারি কুষ্টিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা প্রয়াত নূরুল ইসলাম সিদ্দিক ছিলেন একজন কৃষি চিন্তক। তিনি এক সময় থানা কৃষি অফিসার হিসেবে চাকুরিও শুরু করেছিলেন। কিন্তু স্বাধীনচেতা এই মানুষটি তাঁর চাকুরিটিকে স্বাচ্ছন্দ্য জীবনে যাপনের জন্যে যথেষ্ট মনে না করার কারণে চাকুরির মায়া ত্যাগ করে ব্যবসা শুরু করেন। মা বেগম হামিদা সিদ্দিক(জাহানারা জানু) বরাবরই একজন সর্বগুণে গুনান্বিত মমতাময়ী মানুষ ছিলেন। নুরুল ইসলাম ও হামিদা সিদ্দিক দম্পত্তির ৬ ছেলে ও ৪ মেয়ের মধ্যে দ্বিতীয় সন্তান কামরুল ইসলাম সিদ্দিক।শৈশব ও শিক্ষা জীবনের প্রথম অধ্যায় কাটে লালন, রবীন্দ্রনাথ এবং মীর মোশাররফ হোসেনের স্মৃতিধন্যে লালিত কুষ্টিয়া শহরে।কুষ্টিয়া মিশন স্কুল ও সিরাজুল হক মুসলিম হাই স্কুলে তার বিদ্যালয় জীবন অতিবাহিত হয়। ১৯৬০ সালে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। কুষ্টিয়া কলেজ থেকে তিনি ১৯৬২ সালে আই.এসসি পাশ করেন।১৯৬৬ সালে বুয়েট থেকে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি লাভ করেন।সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রী লাভ করার পর তিনি ১৯৬৭ সালে সহকারী প্রকৌশলী (ওয়ার্কাস প্রোগ্রাম) হিসেবে কুষ্টিয়াতে তার কর্মজীবন শুরু করেন।একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে তিনি সক্রিয় অংশগ্রহন করেন।১৯৭৩ সালে তিনি পৌর প্রকৌশলী হিসাবে খুলনা মিউনিসিপ্যালিটিতে বদলি হয়ে যান।

১৯৭৫ সালের শেষের দিকে তিনি স্থানীয় সরকার মন্ত্রনালয়ের প্রকৌশলী হিসেবে যোগদান করেন। ইংল্যান্ডের শেফিল্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে টাউন এন্ড রিজিওন্যাল প্লানিং এ মাষ্টার্স ডিগ্রী অর্জন করে বাংলাদেশে ফিরে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগে (এলজিইডি) গুরুত্বপুর্ন দায়িত্ব পালন করেন।১৯৮০ সালে স্থানীয় সরকার বিভাগের পূর্ত কর্মসূচি সেলের প্রধান কর্মকর্তা হিসেবে উপ-প্রধান প্রকৌশলীর দায়িত্ব লাভের পর তিনি লক্ষ্য অর্জনে কাজ শুরু করেন। সচিবালয়ের নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে জনসাধারণের সহজ প্রবেশাধিকার এবং অফিস সময়ের বাইরে অতিরিক্ত কাজের পরিবেশ না থাকায় তিনি সচিবালয়ের প্রবেশ মুখের টিনশেড থেকে পূর্ত কর্মসূচি সেলের কার্যালয় সরিয়ে নিয়ে লালমাটিয়ার ভাড়া বাড়িতে স্থাপন করেন। ১৯৮২ সালে প্রশাসনিক উন্নয়ন ও পুনর্গঠনের সুপারিশ প্রণয়নের জন্য গঠিত কমিটি স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীনে 'পূর্ত কর্মসূচির' যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য একজন প্রধান প্রকৌশলীর নেতৃত্বে সদর দপ্তর থেকে মাঠ পর্যায়ে বিস্তৃত সাংগঠনিক কাঠামো সৃষ্টির সুপারিশ করে। ১৯৮২ সালের ২৫ অক্টোবর গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে 'পূর্ত কর্মসূচি উইং' প্রতিষ্ঠিত হয়।

ইত্যবসরে প্রশাসনিক পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় দেশের সব মহকুমাকে জেলা ও থানাকে উপজেলায় রূপান্তর করা হয়। রাজস্ব খাতে একটি স্থায়ী অধিদপ্তর কিংবা ডিপার্টমেন্ট সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতি পায়। কামরুল ইসলাম সিদ্দিকের অব্যাহত প্রচেষ্টায় ১৯৮৪ সালের আগস্ট মাসে 'স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস সংক্রান্ত জাতীয় কমিটি “নিকারে” উঠলেও আংশিক সংশোধন করে অধিদপ্তরের পরিবর্তে 'ব্যুরো' নামকরণ করা হয় সংস্থার প্রধান নির্বাহীর পদ প্রধান প্রকৌশলীর পরিবর্তে করা হয় 'প্রকৌশল উপদেষ্টা'। তবে নামকরণে পরিবর্তন করা হলেও বাস্তবে রাজস্ব খাতে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান গুলোর কারিগরি সহায়তা প্রদানের জন্য ১৯৮৪ সালের ২৫ অক্টোবর গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে স্থায়ী সংস্থা হিসেবে 'স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো' সংক্ষেপে এলজিইবির আত্মপ্রকাশ ঘটে। কামরুল ইসলাম সিদ্দিক হন প্রথম প্রধান নির্বাহী 'প্রকৌশল উপদেষ্টা'। কিন্তু সংস্থার নাম ব্যুরো হওয়ায় এবং প্রধান নির্বাহীর পদ 'প্রকৌশল উপদেষ্টা' হওয়ায় বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে কাজ করতে গিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে সমস্যা সৃষ্টি হতে থাকে। অবশেষে ১৯৯২ সালে 'ব্যুরো' একজন প্রধান প্রকৌশলীর নেতৃত্বাধীন 'অধিদপ্তর' বা এলজিইডি হয়।এই সফলতার একক কৃতিত্বের দাবীদার প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক।এলজিইডি’র সূচনা হয়েছিল একটা প্রকল্প হিসেবে কিন্তু সেটা অতি দ্রুত রাজস্ব খাতের একটা বিশাল অবয়বের অধিদপ্তরে পরিণত করার মত অসাধ্য সাধন হরেছিলেন প্রয়াত প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক তাঁর ক্যারিশম্যাটিক যোগ্যতার কারণে। দলমতের উর্ধে থেকে সব সরকারের শাসনামলে তাঁর কাজের ধারাবাহিকতা অক্ষূন্ন রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন তাঁর প্রজ্ঞাময়তার জন্যে। এলজিইডি রূপান্তরের পরে প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিকের নেতৃত্বে শুরু হয় এলজিইডির অগ্রযাত্রা, ত্বরান্বিত ও বেগবান করার কার্যক্রম। তার নেতৃত্বে গ্রামীণ যোগাযোগ অবকাঠামো ও হাটবাজারের অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচি, কয়েক বছরের মধ্যে গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থাকে এবং হাটবাজারের ব্যাপক উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হয়। ফলে গ্রামীণ পরিবহন ও বাজারজাতকরণ ব্যবস্থায় ঘটে বৈপ্লবিক এবং অভাবনীয় পরিবর্তন। গতি সঞ্চারিত হয় গ্রামীণ অর্থনীতিতে, সৃষ্টি হয় কৃষি ও কৃষিজাত পণ্য উৎপাদন ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির সহায়ক পরিবেশ। ১৯৯৯ সালে কামরুল ইসলাম সিদ্দিক এলজিইডি থেকে অবসর নিলেও তার স্বপ্নের প্রতিষ্ঠানকে কখনও ভোলেননি। প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক ১৯৯৯ সালে চেয়ারম্যান হিসেবে পি,ডি,বিতে যোগদান করেন। সেখানে দুর্নীতি দমন ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে তাঁর বিশেষ উদ্যোগ প্রশংসনীয় হয় পরে তাঁকে পূর্ত সচিব হিসেবে পদায়ন করা হয় এবং সবশেষে সচিব থেকেই তিনি ২০০২ সালে অবসর গ্রহণ করেন। ১ সেপ্টেম্বর ২০০৮ সালে সুদূর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মৃত্যুর আগের দিন নিউজার্সি থেকে এক ই-মেইল বার্তায় তিনি তখন সদ্য অবসরে গমনকারী এলজিইডির প্রধান প্রকৌশলীকে লিখেছিলেন, 'এলজিইডি চিফ ইঞ্জিনিয়ার নেভার রিটায়ারস'। এরপর তিনি সেই আমেরিকাতে তাঁর জীবন থেকেই রিটায়ার করলেন। কামরুল ইসলাম সিদ্দিক ছিলেন স্বাপ্নিক ও সৃষ্টিশীল মানুষ। তিনি জানতেন, স্বপ্নকে কিভাবে সৃষ্টিশীল কাজের মাধ্যমে জয় করতে হয়। কাজ করতেন জনগণ ও দেশের কল্যাণের জন্য। দেশের গ্রামীণ অর্থনীতি বদলে যাওয়ার আধুনিক রূপকারও তিনি। তার এই বিশালত্বকে স্বীকার করতেই হবে। এক সময় দেশটাই ছিল কামরুল ইসলাম সিদ্দিকের বুক জুড়ে। অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতেন। আর্তমানবতার সেবায় কাজ করতেন। সারা দেশ চষে বেড়াতেন। সব সময় চিন্তা-চেতনায় লুকিয়ে ছিল তাঁর প্রিয় বাংলাদেশের উন্নয়ন। তিনি আজীবন যোদ্ধা ছিলেন। একাত্তর সালে দেশের জন্য অস্ত্র তুলে নেন কাঁধে। এরপর স্বাধীন দেশে যুদ্ধ শুরু করেন উন্নয়নের। গ্রামীণ অবকাঠামোর আধুনিক রূপকার হিসেবে ভাবা হয় তাঁকে। তাঁর তুলনা তিনি নিজেই। তাঁর পরিচয় তাঁর নিজ যোগত্য দক্ষতা মেধা ও মননশীলতায়!!

রাজনীতিবিদ,আমলা,সাংবাদিক লেখক সব শেণির মানুষের কাছে তিনি অকুন্ঠ ভালবাসা পেয়েছেন। এসব বরেণ্য মানুষ তাঁদের বক্তব্য বিবৃতি ও লেখনীর মাধ্যমে তাঁর যোগ্যতা দক্ষতা ব্যবস্থাপনা সৃষ্টিশীল প্রতিভার কথা প্রকাশ করেছেন নানভাবে। এসব তাঁর প্রতি দয়া দাক্ষিণ্য পক্ষপাতিত্ব বা অনুকম্পা করে নয়, এসব তাঁর স্বীয় যোগ্যতার প্রতিফলন।

২০১৫ সালের ০১ সেপ্টেম্বর ঢাকাস্থ সোনারগাঁ হোটেলের সুরমা হলরুমে কিউআইএস মেমোরিয়াল ফাউন্ডেশন আয়োজিত স্মরণসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে গৃহায়ণ ও গণপূর্তমন্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন অকপটে বলেছেন,“স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগে (এলজিইডি) কামরুল ইসলাম সিদ্দিক যে বীজ বপন করেছিলেন, তার ওপর ভিত্তি করেই আজ গ্রামীণ অবকাঠামোর এত উন্নয়ন হয়েছে। তিনি ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ ও কর্মবীর।আজ নিম্ন ও মধ্যবিত্ত মানুষের জন্য যে হাউজিং প্রকল্প, সেটা কামরুল ইসলাম সিদ্দিকের অবদান। তিনি কখনোই অন্যায়ের কাছে মাথা নত করেননি। এলজিইডি, প্রাইভেটাইজেশন, আরবান ট্রান্সপোর্ট, বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডসহ সবখানে তিনি মেধার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। আজকের পূর্বাচলেও কামরুল ইসলাম সিদ্দিকের অবদান ছিল”। এই একই অনুষ্ঠানে, স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ ড. তোফায়েল আহমেদ বলেন,“আমাদের মাঝে অনুকরণীয় মানুষের সংখ্যা বড়ই নগণ্য। তাই প্রকৌশলী কামরুল ইসলামের মতো মানুষকে নিয়ে সমাজে বেশি করে আলোচনা প্রয়োজন। ”

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত, বাংলাদেশ প্রতিদিনের সম্পাদক নঈম নিজাম বলেন, “কামরুল ইসলাম সিদ্দিক স্বপ্ন দেখিয়েছেন, বাস্তবায়নও করেছেন। তাঁর সৃষ্টির প্রমাণ পাওয়া যায় গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে”। বস্তুত: নঈম নিজাম সহ বাংলাদেশের অসংখ্য সাংবাদিক তাঁরে কর্মদক্ষতার ভূয়ঁসী প্রশংসা করে এক সময় নিয়মিত কলাম লিখে গেছেন এবং এখনো তাঁকে স্মরণ কর লিখে যাচ্ছেন আরো লিখবেন অনেককাল।সাবেক তত্ববধায়ায় সরকারের উপদেষ্ঠা বর্ষীয়ান আমলা, ড. আকবর আলী খান এই বরেণ্য মানুষটি সম্পর্কে অকপটে বলেছিলেন,

“কামরুল ইসলাম সিদ্দিক বাংলাদেশের পল্লি অবকাঠামো উন্নয়নে অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন। তিনি যখন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগে যোগ দেন তখন পল্লি অবকাঠামো কার্যক্রম ছিল বিক্ষিপ্ত এবং বিনিয়োগ ছিল যৎসামান্য। মুক্তিযোদ্ধা কামরুল ইসলাম সিদ্দিক এ দেশের অর্থনৈতিক মুক্তিরও এক সৈনিক। অসাধারণ নেতৃত্বের গুণাবলির সমন্বয় ঘটেছিল এই মানুষটির বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনে। দেশের অবকাঠামো উন্নয়নে তরুণ প্রকৌশলীরা তাঁর নেতৃত্বে নিরন্তরভাবে কাজ করেছেন তাঁর সঙ্গে। আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা, পৌরসভার অবকাঠামোতে যা কিছু উন্নয়ন হয়েছে, তাঁরই নেতৃত্বে হয়েছে এলজিইডির মাধ্যমে। অবকাঠামো উন্নয়নে সত্যি উন্নয়নশীল দেশের একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে এলজিইডির ভূমিকা অবাক করার মতো।তিনি আধুনিক প্রযুক্তি ও দক্ষ ব্যবস্থাপনায় এলজিইডিকে গড়ে তুলেছেন নিপুণ হাতে। দেশের প্রতিটি জেলায় গড়ে তুলেছেন এলজিইডির আধুনিক ব্যবস্থাপনা সমৃদ্ধ কার্যালয়। দেশের উন্নয়ন অবকাঠামো গড়ে তোলায় যে ভূমিকা রেখে গেছেন, জাতি তা চিরদিন স্মরণ রাখবে। তাঁর গতিশীল নেতৃত্বে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগ পল্লি অবকাঠামো ও দারিদ্র্য নিরসনে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন। কামরুল ইসলাম সিদ্দিকের কর্মকাণ্ড থেকে এ দেশের প্রশাসক ও প্রকৌশলীদের অনেক কিছু শেখার রয়েছে। তাঁকে বলা যায় এ দেশের সবচেয়ে সফল প্রকৌশলী ও ব্যবস্থাপক। কেবল অবকাঠামো বিনির্মাণ নয়, পরিবেশ উন্নয়ন, পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা, আন্তর্জাতিক নদীর জল হিস্যা থেকে দেশের লাভবান হওয়ার কৌশল নির্ধারণসহ অসংখ্য বিষয়ে তাঁর উদ্যোগী ভূমিকা ছিল চোখে পড়ার মতো। যেখানে যেভাবে সুযোগ পেয়েছেন সেগুলোকে কাজে লাগিয়ে আধুনিক ও জনমানুষের বৃহত্তর কল্যাণে অন্যকে প্রভাবিত করেছেন এবং কাজ আদায় করেছেন দেশের স্বার্থে।সারা জীবন নিষ্ঠা ও কর্তব্যের সঙ্গে দেশের জন্য কাজ করে সবাইকে দেখিয়েছেন দেশ গড়ার এক অনুকরণীয় পথ। কর্মনিষ্ঠ এই মানুষটির মেধাদীপ্ত পদচারণ ছিল উন্নয়ন আর সফলতার চারণভূমিতে। চার দশকে বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনে তিনি যেমন পেয়েছেন সহকর্মীদের শ্রদ্ধা, তেমনি পেয়েছেন এ দেশের মানুষের ভালোবাসা।দেশপ্রেমের চেতনায় সিক্ত সাফল্যের শিখায় উজ্জ্বল উদ্ভাসিত প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিককে অনুকরণের মতো যথেষ্ট কারণ রয়েছে আগামী প্রজন্মের”।

০১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গর্ভনর এই ক্ষণজন্মা মানুষটির ব্যাপারে দৈনিক ইত্তেফাকে যে সম্পাদকীয় নিবন্ধে যা লিখেছিলেন,

“ .....২০০৮ সালের সেপ্টেম্বরে তাঁর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে আমি হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম। মৃত্যুর কিছুদিন আগে পর্যন্ত বিভিন্ন সেমিনার, সভা এবং কর্মকাণ্ডে দেখেছি তাঁর সরব পদচারণা। তিনি ছিলেন বিভিন্ন কারিগরি বিষয়ে অত্যন্ত বিজ্ঞ ব্যক্তি, ছিলেন একজন দক্ষ প্রশাসক ও দক্ষ ব্যবস্থাপক। সব মিলিয়ে একজন নিষ্ঠাবান, নিবেদিতপ্রাণ ও নিরলস কর্মী। আমার নিজের কর্মজীবনে বিভিন্ন সময়ে তাঁর সঙ্গে আমার যোগাযোগ এবং কথাবার্তা হতো। ....... স্থানীয় পর্যায়ে স্থানীয় সরকারের মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়ন এবং গ্রামীণ উন্নয়নের প্রথম দিককার একটি উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান ছিল সেটি। পরবর্তীতে যেটা তারই নেতৃত্বে এলজিইবি-এলজিইডি হিসেবে একটি বিশাল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। জনাব সিদ্দিকের কাজের পরিচয় পাওয়া যেত এলজিইডি এর নিউজ লেটারের মাধ্যমে। এমনিভাবে আগে কোন প্রকৌশলী উন্নয়ন সম্পর্কে বিভিন্ন খবর জনগণের কাছে তুলে ধরতে পেরেছেন বলে মনে হয় না, যেমন সিদ্দিক সাহেব করেছিলেন। এলজিইডি হয়ে ওঠে দেশের অন্যতম সফল প্রতিষ্ঠান এবং যার কার্যক্রম বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলেই বিস্তৃতি লাভ করে। সরকারি অর্থ ছাড়াও এলজিইডি-এর কাজে সহায়তায় অর্থ আসতে থাকে বহু দাতা সংস্থা ও দাতা দেশ থেকে। তাঁরা সবাই একবাক্যে এলজিইডিকে একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান হিসেবেই গণ্য করেন। একজনের জীবনে এমনি একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করা একটা বিশাল অর্জন, অতএব আমার মতে জনাব সিদ্দিকের একটি বিশাল অবদান হলো এলজিইডি-এর মতো একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা। ......জনাব সিদ্দিকের একটি বিশেষ দিক আমাকে মুগ্ধ করে। তিনি বিভিন্ন বিষয় সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতেন এবং যুক্তিতর্ক দিয়ে অন্যদেরকে কনভিন্স করতেন। সেই সঙ্গে তাঁর আইডিয়া বাস্তবায়ন করার জন্য নিতেন দ্রুত পদক্ষেপ। কথা ও কর্মের এমন কার্যকরী সংমিশ্রণ সচরাচর দেখা যায় না। এটা প্রমাণ করে যে, তিনি একাধারে ছিলেন একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি, একজন যোগ্য প্রশাসক, একজন ভাল নেতা এবং দক্ষ ব্যবস্থাপক। এসব গুণের সংমিশ্রণ না হলে এলজিইবি বা এলজিইডি এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সফল প্রতিষ্ঠাতা এবং নেতা তিনি হতে পারতেন না। সমস্যার উল্লেখ না করে তিনি সমস্যা সমাধানের উপায়ও বের করতে সচেষ্ট থাকতেন। সেজন্যই Rubber dam, GIS, MRDP ইত্যাদি সৃজনশীল প্রকল্পের উদ্যোক্তা এবং বাস্তবায়নকারী হিসেবে তিনি নিজেকে প্রমাণ করেছেন একজন নিরলস এবং সফল কর্মী হিসেবে। অত্যন্ত গোছালো এবং শৃঙ্খলা পালনকারী ছিলেন তিনি। ........ তিনি ২০০৮ সালে আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন ৬৩ বছর বয়সে। সেটা মোটেও বেশি বয়স নয়। সেই বয়সটা ছিল অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ জনাব সিদ্দিকের কাছে থেকে জাতির আরও পাওয়া—তাঁর দিক-নির্দেশনা ও উপদেশ আমাদের জন্য হতো অত্যন্ত কার্যকরী এবং সুফল বহনকারী। জনাব সিদ্দিক তাঁর কর্মে এবং মানুষের সঙ্গে সুন্দর ব্যবহারের জন্য আমাদের স্মৃতিতে থাকবেন চির অম্লান”।

২০১৩ সালে ০১ সেপ্টেম্বরে প্রথিতযশা সাংবাদিক ও বরেণ্য শিক্ষাবিদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক টকশো বোদ্ধা ড. আফিস নজরুল এই মানুষটি সম্পর্কে যা লেখেন,

“আমার সঙ্গে কামরুল ইসলাম সিদ্দিক স্যারের ঘনিষ্ঠতা হওয়ার কথা নয়। তিনি প্রকৌশলী, আমি আইনের শিক্ষক। কিন্তু তার সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল সেটি তার বিশালত্বের কারণে। তিনি প্রথম আলোতে আন্তর্জাতিক নদী আইনের ওপর একটি লেখা দেখে আমাকে ফোন করেন।তিনি সাধারণ মানুষের কাছে হয়তো খুব বেশি পরিচিত ছিলেন না। কিন্তু যারা বাংলাদেশের গ্রামীণ অবকাঠামো সম্পর্কে খবর রাখত তারা জানত কী অসাধারণ মানুষ ছিলেন তিনি। এলজিইডির প্রকৌশল উপদেষ্টা এবং পরে এলজিইডির প্রতিষ্ঠাতা প্রধান প্রকৌশলী হিসেবে গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়নে তিনি বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেন। নগর ও আঞ্চলিক পরিকল্পনাবিদ হিসেবে শুধু নয়, তা বাস্তবায়নে তার সাংগঠনিক ক্ষমতা, নেতৃস্থানীয় ভূমিকা ও নিরলস আন্তরিকতা ছিল অতুলনীয়। তিনি আমাকে ফোন করাতে অবাক হয়েছিলাম। আন্তর্জাতিক নদী আইন সম্পর্কে তার আগ্রহ আমাকে আরও অবাক করে। তার সঙ্গে কথা বলে জানতে পারি আন্তর্জাতিক নদী ব্যবস্থাপনায় তিনি বহুদিন ধরেই কাজ করছেন। তিনি গ্লোব ওয়াটার পার্টনারশিপের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। আন্তর্জাতিক নদী আইন বাংলাদেশের মতো ভাটির দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। বিশেষ করে ভারতের পানি আগ্রাসনের পরিপ্রেক্ষিতে এ বিষয়ে আমাদের বিশেষজ্ঞ জ্ঞান অত্যন্ত জরুরি ছিল। তিনি এটি গভীরভাবে উপলব্ধি করতেন। পরিচয়ের পর থেকেই তিনি নদী সম্পর্কে আমাকে যেভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছেন তা ছিল তার নিখাদ দেশপ্রেমের কারণে। তিনি স্টকহোমে বিশ্ব পানি সম্মেলনে আমাকে প্রায় একক প্রচেষ্টায় নিয়ে যান। আন্তর্জাতিক নদী আইনসম্পর্কিত বাংলাদেশের স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তিনি যে কোনো আন্তর্জাতিক ফোরামে জোরালো বক্তব্য রাখতেন, আমাদেরও সর্বাৎদকভাবে উৎসাহিত করতেন। তার গভীর পাণ্ডিত্য এবং নেতৃত্ব প্রদানের ক্ষমতার কারণে আন্তর্জাতিক পানি বিশেষজ্ঞরা তাকে যে শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখত তা উপলব্ধি করে আমরা নিজেরা সম্মানিতবোধ করতাম। নানা মত ও পথের মানুষকে তিনি একত্রিত করতে পারতেন। বাংলাদেশের বহু স্বনামধন্য মানুষ, যাদের কেউ কেউ ছিলেন তার চেয়েও বয়োজ্যেষ্ঠ, তারা তার সঙ্গে কাজ করতে গেলে স্বচ্ছন্দে তার নেতৃত্ব মেনে নিতেন। তিনি ২০০৩-২০০৪ মেয়াদে গ্লোবাল ওয়াটার পার্টনারশিপের দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলের প্রথম চেয়ারপারসন নির্বাচিত হন। ভারত ও পাকিস্তানের বাঘা বাঘা পানি বিশেষজ্ঞ থাকার পরও তিনি এ প্রভাবশালী পদে আসতে পেরেছিলেন তার যোগ্যতা ও ব্যক্তিত্বের কারণে। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশ ওয়াটার পার্টনারশিপ এবং ন্যাশনাল ফোরাম ফর রুরাল ট্রান্সপোর্ট ডেভেলপমেন্টের প্রেসিডেন্টের নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে ঐতিহাসিক রেসকোর্স ময়দানে মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য নির্মাণকাজ শুরু হয়েছিল। সময়ের অভাবে তিনি সেই মহান কাজটি নিজ দায়িত্বে সম্পন্ন করতে পারেননি। তবে ঢাকা ট্রান্সপোর্ট কো-অর্ডিনেশন বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নিয়ে অল্পদিনেই তিনি ঢাকা শহরের বিধ্বস্ত আইল্যান্ড, জীর্ণ ফুটপাত, অবৈজ্ঞানিক ট্রাক, দুর্বল সিগন্যাল ব্যবস্থা, অপ্রয়োজনীয় গোলচক্কর, নিয়ন বাতির স্বল্পতাথ এসব সমস্যা সমাধানে অনবদ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। কামরুল ইসলাম সিদ্দিক ছিলেন উদ্ভাবনী ক্ষমতাধর একজন কর্মবীর। তিনি কৃষি ক্ষেত্রে শুষ্ক মৌসুমে পানি সংরক্ষণ করে ইরি চাষের মাধ্যমে দেশের খাদ্য চাহিদা পূরণে অংশগ্রহণমূলক পানি ব্যবস্থাপনার ধারণা জনপ্রিয় করে তোলেন। তিনি বাংলাদেশে রাবার ড্যাম স্থাপন এবং এ প্রযুক্তিকে জনপ্রিয় করেন।জেলা-উপজেলা-ইউনিয়নগুলোর বেস ম্যাপ প্রস্তুতির জন্য জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সিস্টেম চালু করে তথ্য মাধ্যমে বিপ্লব সাধন করেন। আদর্শ গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পসহ গ্রামীণ রাস্তা, সেতু, সেচ ও নিষ্কাশন ব্যবস্থা, প্রাথমিক বিদ্যালয়, সমাজ উন্নয়ন ও সমবায় ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ, জরুরি দুর্যোগ প্রশমন কর্মসূচির আওতায় প্রয়োজনীয় বহুমুখী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তার বহু কীর্তি সারা দেশের গ্রামে ও শহরে রয়েছে এবং তা বহুযুগ ধরে থাকবে। বর্তমানে নানা আন্তর্জাতিক আগ্রাসনের মুখে তার মতো করে দেশের স্বার্থে কথা বলার এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জনমত সংগঠিত করার বিরল ক্ষমতার অধিকারী লোকের অভাব আজ আমরা খুবই অনুভব করি। ৬৩ বছর বয়সে এমন কর্মবীর মানুষের মৃত্যু আমাদের কাছে অকালমৃত্যুই। অনেক কিছু দিয়েছেন তিনি দেশকে। আরও অনেক কিছু দেওয়ার ক্ষমতা ছিল তার। তার সম্পর্কে ভাবলে এটি মনে পড়ে। মনে পড়ে তার স্নেহময় পিতৃসুলভ হাসিমাখা মুখ। তার মৃত্যু শুধু দেশের জন্য নয়, আমার মতো তার বহু ভাবশিষ্যের জন্যও অপূরণীয় ক্ষতি”।

এতদ্ব্যাতীত ইলেকট্রনিক মিডিয়া বিভিন্ন সময়ে তাঁর অসামান্য সাফল্যগাঁথা তুলে ধরা হয়েছে। যোগ্যতা দক্ষতা মেধা মননশীলতা ও প্রচণ্ড ধীশক্তির অধিকারী প্রজ্ঞাবান ও ঘ্যামা অত্যাধুনিক মানুসিকতা পোষণকারী এই মানুষটি তাঁর সৃষ্ট প্রতিষ্ঠানটিকে একটা ভিন্ন মাত্রা দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। অধিকন্তু তাঁর মধ্যে আরো যে আকাশ ছোঁয়া যোগ্যতা দক্ষতা ও গুণাবলী ছিল, মোটাদাগে সেগুলো বিশ্লেষণ করলে যা পাওয়া যায়: চিন্তা চেতনায় বরাবরই তিনি অতি আধুনিকl ছিলেন, ফলে প্রযুক্তিগত উন্নয়নে তাঁর কোন জুড়ি ছিল না।যখন কম্পিউটার প্রযুক্তি হাঁটি হাঁটি পা পা করে এদেশে সম্প্রসারিত হচ্ছে তখনই তিনি সেটাকে তাঁর প্রতিষ্ঠানে সফলভাবে ব্যবহার শুরু করেন এবং নিজেও সেটা পরিচালনাতে দক্ষতা অর্জন করেন; নেতৃত্ব দেয়ার অপরিসীম গুন ছিল এই মানুষটির। তরুণl প্রকৌশলীদেরকে নিয়ে টিম ওয়ার্কের মাধ্যমে, দক্ষ ব্যবস্থাপনার দ্বারা তাঁর সৃষ্ট প্রতিষ্ঠান কে শূণ্য থেকে একশোতে নিয়ে গিয়েছিলেন। সময়ানুবর্তিতার ব্যাপারে তিনি ছিলেন সিরিয়াস। গভীর রাতে ঘুমুতে গেলেওl অতি প্রত্যুষে শয্যা ত্যাগ করে তিনি তার সহকর্মীদের নিয়ে কাজ শুরু করতে পিছপা হননি।মানুষকে সহজে সম্মোহিত করার অসাধারণ ক্ষমতাও ছিল তাঁর মধ্যে ফলেl উন্নয়ন সহযোগিদেরকে খুব সহজে বুঝিয়ে অর্থ সংগ্রহ করতে পারতেন।তিনি বিভিন্ন বিষয় চমৎকারভাবে উপস্থাপন করতেন এবং যুক্তিতর্ক দিয়ে সংশ্লিষ্ট সবাইকে কনভিন্স করতে পারতেন।একটা সময় দাতাদের কাছে বাংলাদেশের পল্লী উন্নয়নের অন্যতম রূপকার হিসেবে বিবেচিত হয়েছিলেন।সরকারি অর্থের বাইরে তিনি উন্নয়ন সহযোগী হতে ব্যাপক অর্থ পেতে থাকেন। তাঁর উপস্থাপনা শৈলী ছিল অসাধারণ, ফলে উন্নয়ন সহেযোগীরা একটা সময় বাংলাদেশের উন্নয়নের রূপকার হিসেবে কামরুল সিদ্দিককেই বুঝতেন। এটা তাঁর একটা অপরিসীম সফলতা। একজনের জীবনে এমনি একটি প্রতিষ্ঠান তৈরি করা একটা বিশাল অর্জন।এলজিইডিতে যে শুধু অবকাঠামোগতl বিভিন্ন প্রজেক্টই করা হতো তা নয়, বায়ু শক্তি, নগর উন্নয়ন জল বিদ্যুত প্রকল্প থেকে শুরু করে বস্তি উন্নয়ন, দারিদ্র দূরীকরণ ইত্যাদি নানারকম প্রজেক্টও এখানে আছে। কৃষিক্ষেত্রে শুষ্ক মৌসুমে পানি সংরক্ষন করে ইরি চাষের মাধ্যমে খাদ্য চাহিদা পুরনে অংশগ্রহন মূলক পানি ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে তিনি বাংলাদেশে Ruber Dam প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য রাবার ডাম স্থাপন করেন। জেলা উপজেলা এমনকি ইউনিয়ন গুলোর ম্যাপ প্রস্তুতির জন্য GIS (গ্রাফিক্স ইনফরমেশন সিষ্টেম) চালু করেন; যেটা সে সময়ের প্রেক্ষিতে অনেক বড় ধরনের হাইটেক প্রযুক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হতো।। তিনি অফিসে এসেই আগে সব পত্রিকা পড়তেন। সেখান থেকে ইন্টারেস্টিং বিষয়গুলো তিনি দাগ দিয়ে রাখতেন। তারপর তাঁর সেক্রেটারীর কাজ ছিল সেগুলো থেকে প্রপোজাল তৈরী করে তাঁকে দেয়া। সেখান থেকে বাছাই করে তিনি প্রজেক্ট তৈরী করতেন। এলজিইডির অসংখ্য প্রজেক্ট নাকি এভাবে প্রথমে শূন্য থেকেই শুরু হয়েছিল। সেই সঙ্গে তাঁর প্রস্তাবিত প্রকল্প বাস্তবায়ন করার জন্য নিতেন দ্রুত পদক্ষেপ। পুরো দেশ জুড়ে তিনি বিভিন্ন ধরনের ডাইনামিক প্রকল্প গ্রহণ করে গেছেন। কথা ও কর্মের এমন কার্যকরী সংমিশ্রণ সচরাচর দেখা যায় না। এটা প্রমাণ করে যে, তিনি একাধারে ছিলেন একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি, একজন যোগ্য প্রশাসক, একজন ভাল নেতা এবং দক্ষ ব্যবস্থাপক। এসব গুণের সংমিশ্রণ না হলে এলজিইবি বা এলজিইডি এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সফল প্রতিষ্ঠাতা এবং জনপ্রিয় নেতা তিনি হতে পারতেন না।তাঁর মধ্যে কমল ও কঠোর এই দ্বিবিধ গুণের অপূর্ব সমন্বয় তাঁকে তার যোগ্যতারl আরেক ধাপে উপরে নিয়ে গিয়েছিল। ফলে তার অধীন কাউকে যদি কখনো কাজের স্বার্থে একবার কটূক্তি করতেন পরক্ষণেই অপরিসীম আপত্য স্নেহে কাছে ডেকে নিয়ে তাকে পুরস্কৃত করতে ভুলতেন না। ফলে তার অধীন কোন কর্মকর্তা তাঁর বকুনি খাওয়া বা কটূক্তি শোনার অর্থ তার নিশ্চিত কোন সুখবর প্রাপ্তি; এমন ধরনের খবর এলজিইডি কর্মকর্তা কর্মচারীদের মধ্যে বহুল প্রচলিত ছিল। তাঁর মধ্যে ছিল অভাবনীয় মানবীয় গুণাবলী, ফলে তাঁর অধীন কোন চাকুরিজীবীর বিপদে আপদে হাত সম্প্রসারণ করতে কখনো কৃপণতা করেননি।

অপরিসীম স্মৃতিশক্তি অধিকারী ছিলেন এই মানুষটি। ফলে সকল জেলা উপজেলা থেকেl শুরু করে তার দপ্তরে কর্মরত শত শত প্রকৌশলীদের নাম মনে রেখে তাদেরকে কখনো সরাসরি নির্দেশ প্রদান করে ত্বরিত কাজ হাসিল করতে তার জুড়ি মেলা ভার।

প্রকল্পের টাকা সময়মত খরচ না করার ব্যাপারে বরাবরই আমাদের একটা জাতীয়l দুর্নাম রয়েছে; সেই প্রতিষ্ঠিত দুর্নাম থেকে বেরিয়ে এসে কিভাবে সঠিক সময়ে সঠিক কাজটি সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে হয়, সে ব্যাপারে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

তিনি কখনো তার চিরচেনা শৈশব কৈশরে লালিত পালিত নিজ জেলা কুষ্টিয়াকেl ভোলেননি, তাই তাঁর সব উন্নয়নের সাথে সাথে সমভাবে তাঁর জেলা কুষ্টিয়ার উন্নয়নে চেষ্টিত ছিলেন। অনেকগুলো নিজেদের প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান রয়েছে কুষ্টিয়াতে।তাঁর প্রচেষ্টায় কুষ্টিয়ার জগতি ইউনিয়নের বরিয়া গ্রামে তাঁর মায়ের নামে হামিদা সিদ্দিক কলেজিয়েট স্কুল এবং পিতার নামে নুরুল ইসলাম সিদ্দিক এতিমখানা গড়ে উঠেছে।এলজিইডি’র তত্বাবধানে কুষ্টিয়া হরিপুরের মধ্যে কাঙ্খিত ৫০৪.৫৫ মিটার দীর্ঘ শেখ রাসেল সেতু জনগণের ব্যবহারের জন্যে উন্মুক্ত করে দেয়া হয়; এই সেতুটিরও মূল রূপকার ছিলেন কুষ্টিয়ার কৃতি সন্তান কামরুল ইসলাম সিদ্দিক।প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক এক সময় বলেছিলেন,কুষ্টিয়া শহরকে পর্যটন নগরী সৃষ্টিতে আমাদের ২টি সেতু,শহর রক্ষার্থে বাঁধ,পার্ক,শহর সৌন্দর্য কারুকাজ,ফুটপাত,রিসোর্ট প্রয়োজন।আর কুষ্টিয়া শহরের সাথে সংযোগ করেতে হবে দুইটি ইউনিয়নকে।এই গুনী ব্যাক্তিই প্রথম গড়াই নদীর উপর ২টি ব্রিজ নির্মাণের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন তার মধ্যে একটি কুষ্টিয়া-হরিপুর ইউনিয়নের সাথে আরেকটি কুষ্টিয়া-কয়া ইউনিয়নের সাথে সংযোগ সেতু নির্মাণের।তিনি বাংলাদেশের সবচেয়ে সুন্দর জেলা হিসেবে কুষ্টিয়া শহরকে একটি রোল মডেল করতে চেয়েছিলেন। কুষ্টিয়াবাসীকে স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন পর্যটন নগরী সৃষ্টিতে গড়াই নদীর উপর দিয়ে সেতু,শহর রক্ষার্থে বাঁধ,পার্ক,শহর সৌন্দর্য কারুকাজ,ফুটপাত,রিসোর্ট ইত্যাদি নির্মাণের জন্য। কিন্তু কুষ্টিয়াবাসীর দুর্ভাগ্য কুষ্টিয়াকে নিয়ে তাঁর স্বপ্নসৌধ বাস্তবায়নের অনেক আগেই তিনি বড্ড অসময়ে চলে গেলেন। কুষ্টিয়ার মানুষকেl কোন তবদবির ছাড়াই চাকুরিতে নিয়োগ দেয়া ব্যাপারে তার কোন কার্পণ্য ছিলনা। ন্যূনতম যোগ্যতা থাকলে তিনি কুষ্টিয়ার মানুষকে চাকুরি দিতে ভুল করেননি। ফলে এলজিইডিতে বিভিন্ন দপ্তরে কুষ্টিয়া জেলার অনেক জনমানুষের দেখা মেলে।

সততার মূর্ত প্রতীক এই মানুষটি ছিলেন মায়ের প্রতি প্রগাঢ় অনুভূতিশীল, ফলেl মায়ের কোন মানবীয় আবদার পালন করতে তিনি কখনো অন্যথা করেননি।মহিয়সী এই রমণী অনেক দুস্থ মানুষদেরকে তাঁর কৃতি এই সন্তানের মাধ্যমে চাকুরি দিয়ে পুনর্বাসন করে তাদেরকে বিয়ে শাদী করিয়েছেন। ছেলের যোগ্যতাকে পূঁজি করে মায়ের এই অপরিমেয় মানবীয় গুণাবলী কথা আজও কুষ্টিয়ার অনেক মানুষের মুখে মুখে ফেরে। দেশের অগণিত আমজনতার অন্তরাত্মার সাথেl মিশে গিয়েছিলেন তিনি, ফলে তাঁর মৃত্য সংবাদ শুনে অনেক মানুষ নিরব নিভৃতে কেউ উচ্চস্বরে কান্নাকাটি করে শোকের মাতম করেছেন।এসব কোন গল্প কথা বা উপ্যান্যাসের আবেগঘণ সংলাপ নয়, নিরেট সত্যঘটনার সাতকাহন!

কুষ্টিয়ার মানুষের মুখে মুখে একl সময় একটা কথা চাউর হয়ে গিয়েছিল যে, চাকুরি শেষে তিনি সংসদ নির্বাচন করবেন। দলমত নির্বিশেষে তিনি বিপুল ভোটে জয়লাভ করে স্বীয় যোগ্যতায় গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়ে আজীবন কুষ্টিয়ার মানুষের সেবা করে যাবেন। কিন্তু তাঁর জীবনাবসানের মধ্য দিয়ে কুষ্টিয়াবাসীর সে আশার গুড়ে বালি হলো। তিনি হারালেন তাঁর মূল্যবান জীবন আর কুষ্টিয়াবাসী তথা গোটা দেশবাসী হারালেন একজন কৃতি মানুষ, যার জন্ম হয়ত সহসা আর হবে না, এই বাংলায়।

শুধু কী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক, তাঁর অপর ৫ জন জীবিত ভাই এবং ৪ জন জীবিত বিদ্বান এবং বিদূষী ভাইবোন এবং তাঁদের বংশবদগণ দেশে বিদেশে স্ব স্ব খ্যতি নিয়ে যথেষ্ট সম্মানজনক অবস্থায় রয়েছেন। এসব ভাইবোনদের মানবীয় এবং পরোপকারী গুণাবলী প্রশ্নাতীত। ‍কুষ্টিয়া জেলার অন্যতম আইকন হিসেবে বিশেষ পরিচিত এই “সিদ্দিক” পরিবারটি। ঐ পরিবারের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো অনুজদের প্রতি অগ্রজদের দায়িত্ব বোধ, ফলে নুরুল ইসলাম দম্পতিকে আর নিচের দিকের সন্তানদের তাঁর আদর্শে মানুষ করার জন্যে চিন্তা করতে হয়নি। রিলে রেসের মত বড় ভাই বোনেরা ছোটদের সঠিক পথ পরিচালনার যথাযথ দায়িত্ব পালন করেছিলেন ফলে বড় একটা পরিবারের সবাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন ভীষণভাবে । তিনি তাঁর যোগ্যতারl কারণে দেশে বিদেশে ভীষণ সম্মানিত হয়েছেন, পেয়েছেন বিভিন্ন পুরস্কার।দেশসেবার জন্য তিনি পেয়েছেন কবি জসিমুদ্দীন স্বর্ণপদক, আইইবি স্বর্ণপদক, শের-ই-বাংলা স্বর্ণপদক, ইঞ্জিনিয়ার্স গোল্ড মেডাল, জাইকা ফেলো ইত্যাদি। ১৯৯৯ সালে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক তাকে ‘পারসন অফ দ্য ইয়ার’ ঘোষণা করে। ২০০৩-২০০৪ মেয়াদে কামরুল ইসলাম সিদ্দিক গ্লোবাল ওয়াটার পার্টনারশীপ সাউথ এশিয়া রিজিয়নের প্রথম চেয়ারপার্সন নির্বাচিত হন। তিনি বাংলাদেশ ওয়াটার পার্টনারশীপ এবং বাংলাদেশ ন্যাশনাল ফোরাম ফর রুবাল ট্রান্সপোর্ট ডেভেলপমেন্টের প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন সহ সামাজিক কর্মকান্ডের সঙ্গে ব্যাপকভাবে নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছিলেন। ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারস, বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন। ঢাকা ট্রান্সপোর্ট কো-অর্ডিনেশন বোর্ডের নির্বাহী পরিচালক ছিলেন।সবশেষে সরকারের সচিব থেকে অবসর গ্রহণ করেন। আমি কুষ্টিয়ার একজন সাধারণ মানুষ কিন্তু এই অসাধারণ মানুষটিকে নিয়ে আমার অহংকার ও অহমবোধের শেষ নেই। কারণ এই মানুষটির কনিষ্ঠ ভাই মাহমুদুল ইসলাম সিদ্দিক আমার একজন বন্ধু; শুধু বন্ধু বললে ভুল হবে; অনেক ভাল বন্ধু। আমার এই বন্ধুটির আচরন বিচরণ ব্যবহার কর্মদক্ষতা মানবীয় গুণাবলীর কোন শেষ নেই, মনে হয় সে যেন প্রয়াত কামরুল ভায়ের কার্বন কপি। আমি আমার এই বন্ধুর জন্যে গর্বিত; এমন সৌভাগ্য হয় ক’জনার। এদিক দিয়ে আমি সত্যিই ভাগ্যবান।বাংলাদেশের পল্লীর রূপকার, পল্লী উন্নয়নের রোল মডেল খ্যাত, সর্বগুণে গুণান্বিত, কুষ্টিয়ার কৃতি সন্তান মহান প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক’র মহা প্রয়াণের দশম মৃত্যু দিন আজ। গভীর মমতায় এই মানুষটি কে শ্রদ্ধা ও প্রণতি জানাই এবং তাঁর বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করি।

.কৃষিবিদ ড.আখতারুজ্জামা

 (বিসিএস কৃষি, ৮ম ব্যাচ)

 জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার

মেহেরপুর।

[DrMd Akhtaruzzaman](https://www.facebook.com/md.akhtaruzzaman.7)·[Friday, September 1, 2017](https://www.facebook.com/notes/drmd-akhtaruzzaman/%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A4%E0%A6%AE-%E0%A6%B0%E0%A7%82%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87/1628014710550152/)

Top of Form

[Like](https://www.facebook.com/notes/drmd-akhtaruzzaman/%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A4%E0%A6%AE-%E0%A6%B0%E0%A7%82%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87/1628014710550152/)

[CommentShareSave](https://www.facebook.com/notes/drmd-akhtaruzzaman/%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A4%E0%A6%AE-%E0%A6%B0%E0%A7%82%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87/1628014710550152/)

[11 Dilruba Shewly, Saiful Siddique and 9 others](https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1628014707216819&av=100000249150873)

**Comments**



[Dilruba Shewly](https://www.facebook.com/dilruba.shewly?fref=ufi) দোস্ত শুরুতে আমিওআমার স্বামী অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক সাহেবের আত্মার মাগফেরাত কামনা করছি! তোমার লিখা আমার স্বামীও শুনেছেন এবং সেও একই মন্তব্য করেছে ! উনিতো অকালে হারিয়ে গেলেন মাত্র ৬৩ বছর বয়সে যেন মনে হচ্ছে সবকিছু শেষ হয়ে হইলো না শেষ ! সত্যি উনার কীর্তির কথা তোমার এই অদ্ভুত নির্মল পরিষ্কারভাবে মূল্যবান লিখনীর মাধ্যমে পাঠকরা বিনামূল্যে বই বিতরনের মত করে পেয়ে যাচ্ছে এটা সবার জন্য সৌভাগ্য বলতে হবে! তোমাকে এজন্য ধন্যবাদ দিয়ে ছোট করতে পারলাম না! তোমার স্হান ধন্যবাদের আরো অনেক উপরে দোস্ত!!! এই ঈদের দিনে বসেও তাই তোমার লিখা পড়তে মোটেও সময় নষ্ট হচ্ছেনা ! তাই ঈদের পুরো আশীর্বাদটাই আমি তোমাকে দিতে চাই যেন জীবনের চলার পথে সবকিছু বাধা-বিপত্তিকে ডিংগিয়ে সহজেই সফলতা অর্জন করতে পার !!! আর যেন শেলীর মত লক্ষী স্ত্রী ও ছেলে- মেয়েকে নিয়ে সুখে -দু:খে একসাথে সারাটা জীবন কাটিয়ে দিতে পার!!!

[Like](https://www.facebook.com/notes/drmd-akhtaruzzaman/%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A4%E0%A6%AE-%E0%A6%B0%E0%A7%82%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87/1628014710550152/)

· [Reply](https://www.facebook.com/notes/drmd-akhtaruzzaman/%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A4%E0%A6%AE-%E0%A6%B0%E0%A7%82%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87/1628014710550152/) ·

[2](https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1628014707216819_1628810263803930&av=100000249150873)

· [September 2 at 2:21am](https://www.facebook.com/notes/drmd-akhtaruzzaman/%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A4%E0%A6%AE-%E0%A6%B0%E0%A7%82%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87/1628014710550152/?comment_id=1628810263803930&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R1%22%7D)

[Remove](https://www.facebook.com/notes/drmd-akhtaruzzaman/%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A4%E0%A6%AE-%E0%A6%B0%E0%A7%82%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87/1628014710550152/)



[DrMd Akhtaruzzaman](https://www.facebook.com/md.akhtaruzzaman.7?fref=ufi) দোস্ত ঈদের নামাজ পড়ে এসে তোমার লেখাটা পড়লাম। বলতে পারো ঈদের দিনে এটা আমার জন্যে একটা বড় উপহার। আমি এই লেখাটা QIS Memorial Foundation
নামে যে পেইজ আছে সেখানে পোস্ট করেছি এবং উনাদের সবার group mail এ পাঠিয়ে দিয়েছি। উনারা ফিরতি mail এ আমাকে অসাধারণ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। In fact QIS সম্পর্কে এত্তোবড় ঢাউস মার্কা লেখা পড়ার মানুষ ফেবুতে খুব কম।
তুমি অনেক ধৈর্য্য নিয়ে পড়ে চমৎকার মন্তব্য লিখেছ সেজন্য ধন্যবাদ দিলেও তোমাকে ছোট করা হবে।
" বিনামূল্যে বই বিতরণের মত" তোমার এমন চমৎকার মূল্যায়ন আমার কাছে অসাম লাগলো।
আমার বিশ্বাস প্রয়াত প্রকৌশলী সম্পর্কে আমার লেখাটি একটা ডকুমেন্ট কপি এবং সুখপাঠ্য হতে পারে।
আমি আমার মনের টানে লিখেছি।[Like](https://www.facebook.com/notes/drmd-akhtaruzzaman/%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A4%E0%A6%AE-%E0%A6%B0%E0%A7%82%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87/1628014710550152/)

· [Reply](https://www.facebook.com/notes/drmd-akhtaruzzaman/%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A4%E0%A6%AE-%E0%A6%B0%E0%A7%82%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87/1628014710550152/) ·

[1](https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1628014707216819_1629101287108161&av=100000249150873)

· [September 2 at 10:00am](https://www.facebook.com/notes/drmd-akhtaruzzaman/%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A4%E0%A6%AE-%E0%A6%B0%E0%A7%82%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87/1628014710550152/?comment_id=1628810263803930&reply_comment_id=1629101287108161&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R1%22%7D)

[Manage](https://www.facebook.com/notes/drmd-akhtaruzzaman/%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A4%E0%A6%AE-%E0%A6%B0%E0%A7%82%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87/1628014710550152/)



[Dilruba Shewly](https://www.facebook.com/dilruba.shewly?fref=ufi) [DrMd Akhtaruzzaman](https://www.facebook.com/md.akhtaruzzaman.7?hc_location=ufi) yes go ahead my friend!!!

[Like](https://www.facebook.com/notes/drmd-akhtaruzzaman/%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A4%E0%A6%AE-%E0%A6%B0%E0%A7%82%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87/1628014710550152/)

· [Reply](https://www.facebook.com/notes/drmd-akhtaruzzaman/%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A4%E0%A6%AE-%E0%A6%B0%E0%A7%82%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87/1628014710550152/) ·

[1](https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1628014707216819_1629754850376138&av=100000249150873)

· [September 3 at 1:05am](https://www.facebook.com/notes/drmd-akhtaruzzaman/%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A4%E0%A6%AE-%E0%A6%B0%E0%A7%82%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87/1628014710550152/?comment_id=1628810263803930&reply_comment_id=1629754850376138&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R0%22%7D)

[Remove](https://www.facebook.com/notes/drmd-akhtaruzzaman/%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A4%E0%A6%AE-%E0%A6%B0%E0%A7%82%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87/1628014710550152/)





Write a reply...



[Ashoke Sharma](https://www.facebook.com/ashoke.sharma.50?fref=ufi) দেশ বরেন্য প্রকৌশলী কামরুল ইসলাম সিদ্দিক এর দশম মৃত্যুবার্ষিকীতে তোমার সযত্নে লেখা এই জীবন কাহিনী অনেকের কাছে হয়ে উঠবে তাঁর সম্পর্কে একটি নির্ভরযোগ্য তথ্যভান্ডার । তাঁর আত্মার চির শান্তি ও স্বর্গপ্রাপ্তি কামনা করি। তাঁর কাজের মাধ্যমেই তিনি বাংলাদেশের মানুষের হৃদয়ে স্থান করে নিতে পেরেছেন। এত বিস্তারিত লেখাটি পড়ে আমারো অনেককিছু জানা হল এবং একটি রেফারেন্সও হল। অনেক ধন্যবাদ ড: আখতারের প্রতি এই অসামান্য প্রচেষ্টা গ্রহন করায়।

[Like](https://www.facebook.com/notes/drmd-akhtaruzzaman/%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A4%E0%A6%AE-%E0%A6%B0%E0%A7%82%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87/1628014710550152/)

· [Reply](https://www.facebook.com/notes/drmd-akhtaruzzaman/%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A4%E0%A6%AE-%E0%A6%B0%E0%A7%82%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87/1628014710550152/) ·

[2](https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1628014707216819_1629713433713613&av=100000249150873)

· [September 3 at 12:08am](https://www.facebook.com/notes/drmd-akhtaruzzaman/%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A4%E0%A6%AE-%E0%A6%B0%E0%A7%82%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87/1628014710550152/?comment_id=1629713433713613&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R0%22%7D) · [Edited](https://www.facebook.com/notes/drmd-akhtaruzzaman/%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A4%E0%A6%AE-%E0%A6%B0%E0%A7%82%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87/1628014710550152/)

[Remove](https://www.facebook.com/notes/drmd-akhtaruzzaman/%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A4%E0%A6%AE-%E0%A6%B0%E0%A7%82%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87/1628014710550152/)



[DrMd Akhtaruzzaman](https://www.facebook.com/md.akhtaruzzaman.7?fref=ufi) দাদা আপনার মেহেরবাণী লেখাটা পড়ার জন্যে। বড্ড বড় লেখা। আমি তো এখন কুষ্টিয়ার "সিদ্দিক" পরিবার নিয়ে পুস্তক রচনা করার চিন্তা করছি। নিজেদের ঢোল তো নিজেরা পেটালে ভাল দেখায় না। কাউকে না কাউকে সেটা করে দিতে হয়। দেখি আমি সে কাজটা করতে পারি কিনা?
ঐ পরিবার থেকে আমি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সমৃদ্ধ অসম্ভব রকমের ভাল ইমেইল বার্তা পাচ্ছি, যা এক কথায় অসাধারণ।

[Like](https://www.facebook.com/notes/drmd-akhtaruzzaman/%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A4%E0%A6%AE-%E0%A6%B0%E0%A7%82%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87/1628014710550152/)

· [Reply](https://www.facebook.com/notes/drmd-akhtaruzzaman/%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A4%E0%A6%AE-%E0%A6%B0%E0%A7%82%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87/1628014710550152/) ·

[1](https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1628014707216819_1630026247015665&av=100000249150873)

· [September 3 at 7:55am](https://www.facebook.com/notes/drmd-akhtaruzzaman/%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A4%E0%A6%AE-%E0%A6%B0%E0%A7%82%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87/1628014710550152/?comment_id=1629713433713613&reply_comment_id=1630026247015665&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R1%22%7D)

[Manage](https://www.facebook.com/notes/drmd-akhtaruzzaman/%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A4%E0%A6%AE-%E0%A6%B0%E0%A7%82%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87/1628014710550152/)





Write a reply...



[Subhash Roy](https://www.facebook.com/subhash.roy.528?fref=ufi) It is a wonderful piece of article produced by my friend Dr. Akhtar.An article full of if information and emotion as well.Content is heavily enriched about QIS and also his family.QIS a great person and belongs to such a family for whom we can feel proud of.Thank Akhtar for providing us such a awesome and mind blowing writing.

[Like](https://www.facebook.com/notes/drmd-akhtaruzzaman/%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A4%E0%A6%AE-%E0%A6%B0%E0%A7%82%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87/1628014710550152/)

· [Reply](https://www.facebook.com/notes/drmd-akhtaruzzaman/%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A4%E0%A6%AE-%E0%A6%B0%E0%A7%82%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87/1628014710550152/) ·

[1](https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1628014707216819_1631125390239084&av=100000249150873)

· [September 4 at 1:56pm](https://www.facebook.com/notes/drmd-akhtaruzzaman/%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A4%E0%A6%AE-%E0%A6%B0%E0%A7%82%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87/1628014710550152/?comment_id=1631125390239084&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R%22%7D)

[Remove](https://www.facebook.com/notes/drmd-akhtaruzzaman/%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A4%E0%A6%AE-%E0%A6%B0%E0%A7%82%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87/1628014710550152/)



[DrMd Akhtaruzzaman](https://www.facebook.com/md.akhtaruzzaman.7?fref=ufi) Thanks dosto for your personal evaluation regarding my write up by the honour of QIS, our respected elder brother.
I think this is our responsibility to unveil some enthusiastic inside story of QIS. This is my primary effort. I have a plan to do more and more for him.

[Like](https://www.facebook.com/notes/drmd-akhtaruzzaman/%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A4%E0%A6%AE-%E0%A6%B0%E0%A7%82%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87/1628014710550152/)

· [Reply](https://www.facebook.com/notes/drmd-akhtaruzzaman/%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A4%E0%A6%AE-%E0%A6%B0%E0%A7%82%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87/1628014710550152/) ·

[1](https://www.facebook.com/ufi/reaction/profile/browser/?ft_ent_identifier=1628014707216819_1631184386899851&av=100000249150873)

· [September 4 at 3:36pm](https://www.facebook.com/notes/drmd-akhtaruzzaman/%E0%A6%AA%E0%A6%B2%E0%A7%8D%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%89%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A8%E0%A7%9F%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0-%E0%A6%85%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%A4%E0%A6%AE-%E0%A6%B0%E0%A7%82%E0%A6%AA%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%B0-%E0%A6%AA%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A6%95%E0%A7%8C%E0%A6%B6%E0%A6%B2%E0%A7%80-%E0%A6%95%E0%A6%BE%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A7%81%E0%A6%B2-%E0%A6%87%E0%A6%B8%E0%A6%B2%E0%A6%BE%E0%A6%AE-%E0%A6%B8%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A6%BF%E0%A6%95-%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%AE%E0%A6%B0%E0%A6%A3%E0%A7%87/1628014710550152/?comment_id=1631125390239084&reply_comment_id=1631184386899851&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R1%22%7D)

Bottom of Form